দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

87

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করুন

পত্র-পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গোলাগুলি, আহত হয়ে হাসপাতালে অথবা লাশ হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে এবং সবশেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরী হবার কথা সৎ, আদর্শবান, শিক্ষিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনার পরিচালক, সেখানে চলে আজ খোলামেলা ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের মহড়া। চর দখলের মত হল দখলের লড়াই। যে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্র সংগঠন হিসাবে এরা ছাত্র রাজনীতি করে সে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ছাত্রদেরকে কু-পথে পরিচালনা করছেন বলেই সকলের বিশ্বাস। যে হাতে আজ শোভা পাওয়ার কথা ছিল বই, খাতা, কলম, সেই হাতে আজ শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র। জাতির জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকতে পারে না।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, আপনারা আপনাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোমলমতি ছাত্রদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষমুক্ত রাখার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ, শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড।

—মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রাইভেট টিউশনি

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক হলো মানুষ গড়ার কারিগর। আর সে শিক্ষকসমাজ হলো সমাজের অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষের একটি অংশ। তাই এই শিক্ষকদের উপর আরোপ করা হয় নানা বিধি-নিষেধ। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকগণ আজ অভাবগ্রস্ত। তাদের বেতন কম। এই অল্প বেতনে তাদের সংসার চালানো কষ্টকর। তাই তারা কয়েকজন ছাত্র প্রাইভেট পড়িয়ে কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে পায়। তাতে ছাত্রদেরও মান বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকগণও দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সার্ভিস রোলে প্রাইভেট টিউশনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর সে সুযোগে কোন কোন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির দুই-এক জন সদস্য তা কাজে লাগায়। সরকারী চাকুরীজীবী ডাক্তার যদি প্রাইভেট রোগী দেখতে পারেন তাহলে শিক্ষকদের উপর এই কালাকানুন কেন?

সমাজ তথা জাতির স্বার্থে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ দেয়া হোক। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুভ দৃষ্টি কামনা করি।

—মোঃ ইয়াহিয়া।